21249 - কুফররে প্রকারসমূহ

প্রশ্ন

আমি (12811) নং প্রশ্নরে উত্তরে পড়ছেি যে বড় কুফর মুসলমি মল্লিাত থকেে বরে করে দয়ে। আমি আপনাদরে কাছে উদাহরণসহ কুফররে প্রকারসমূহ জানতে চাই।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

কুফর ও এর প্রকারগুলো জানা গুরুত্বপূর্ণ যাতে করে এর থকেে সতর্ক থাকা ও বঁচেে থাকা যায়। আলমেরা কুফরকে কয়কে প্রকারে ভাগ করছেনে। এ প্রকারগুলোর অধীনে শর্কিরে অনকে রূপ ও প্রকার অধভিুক্ত; যথা: ১- অস্বীকার ও অবশ্বিাসরে কুফর, ২- বমিুখতা ও ধৃষ্টতার কুফর, ৩- মুনাফকিীর কুফর, ৪- সন্দহে ও সংশয়রে কুফর।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কুফররে স্বরূপ ও প্রকারভদে নয়িে আলোচনা বশে দীর্ঘ। তবে আমরা নম্নিোক্ত পয়ন্টেগুলোর আলোকে সংক্ষপেে কছিু কথা বলব:

কুফর ও কুফররে প্রকারভদে জানার গুরুত্ব

কুরআন-সুন্নাহর দললিসমূহ প্রমাণ করে যে দু'টো বষিয় বাস্তবায়ন করা ছাড়া ঈমান শুদ্ধ নয় ও গ্রহণযোগ্য নয়। এ দু'টো বষিয়ই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-তে সাক্ষ্য দয়োর মর্ম। সে দু'টো বষিয় হচ্ছ: ১। তাওহীদরে (একত্ববাদরে) স্বীকৃতি দয়িে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। ২। সকল প্রকার কুফর ও শর্কি থকেে বঁচেে থাকা।

কোনো ব্যক্তরি পক্ষে কোনো কছিুকে স্পষ্টরূপে জানা-চনোর আগে সটেি থকেে বঁচেে থাকা ও সটোকে পরহিার করা সম্ভবপর নয়। এর থকেে বোঝা গলে য, তাওহীদ শখো জরুরী; যাতে করে এর উপর আমল করা যায় এবং এটি বাস্তবায়ন করা যায়। আবার কুফর ও শর্কি জানাও জরুরী; যাতে করে সটো থকেে সতর্ক থাকা যায় ও সটোকে পরহিার করা যায়।

কুফর কী?

কুফররে আভধিানকি অর্থ: কোনো কছিুকে ঢাকা ফলো, আবৃত করা।

শরয়ি পরভিাষায় কুফর হলো: 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে উপর ঈমান না-আনা। এর সাথে অবশ্বিাস করা যুক্ত হোক বা না-হোক। কবেল সন্দহে-সংশয়বশতঃ হোক। কংিবা হংিসা, ধৃষ্টতা বা রাসূলরে অনুসরণ থকেে বমিুখকারী কছিু কুপ্রবৃত্তরি অনুসরণ করে ঈমান গ্রহণ করা থকেে বমিুখ থাকা হোক। তাই কুফর হলো প্রত্যকে এমন ব্যক্তরি বশৈষ্ট্যি আল্লাহ তায়ালা যা কছিুর প্রতি ঈমান আনা ফরয করছেনে এর কোন কছিুর সংবাদ যে ব্যক্তরি কাছে পৌঁছার পর সে এটাকে অস্বীকার কর; চাই এ অস্বীকারকরণ শুধু অন্তর দয়িে হোক, মুখ দয়িে নয়; কংিবা শুধু মুখ দয়িে হোক, অন্তর দয়িে নয়; কংিবা উভয়টা দয়িে হোক অথবা এমন কোনো কাজ করার মাধ্যমে হোক যে কাজরে ব্যাপারে দললি উদ্ধৃত হয়ছেে যে, এটি ব্যক্তকিে ঈমানরে উপাধি থকেে বহষ্কিারকারী'। দখেুন: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযার মাজমুউল ফাতাওয়া (১২/৩৩৫), ইবনে হাযমরে 'আল-ইহকাম ফী-উসূললি আহকাম' (১/৪৫)।

ইবনে হাযম রাহমিাহুল্লাহ তাঁর আল-ফাস্ল বইয়ে বলনে: 'বরং সহহি দলীল অনুসারে যে বষিয়টি বশ্বিাস করা ছাড়া ঈমান সাব্যস্ত হয় না সটেি অস্বীকার করা কুফর। যে বষিয়টি উচ্চারণ করা কুফর বলে প্রমাণতি সটেি উচ্চারণ করা কুফর। এবং যে কাজটতিে লপ্তি হওয়া কুফর বলে প্রমাণতি সে কাজ করাও কুফর।'

ইসলাম থকেে বরে করে দয়ে এমন বড় কুফররে প্রকারসমূহ

আলমেরা কুফরকে কয়কে প্রকারে ভাগ করছেনে। এ প্রকারগুলোর অধীনে শরিকরে অনকে রূপ ও প্রকার অধভিুক্ত। যথা:

১- অস্বীকার ও অবশ্বিাস করার কুফর। এই কুফর কখনো অন্তরে অবশ্বিাস করার মাধ্যমে ঘটে। এটি কাফরেদরে মধ্যে কম পাওয়া যায়, যমেনটি ইবনুল কাইয়্যমি রাহমিাহুল্লাহ বলছেনে। আবার কখনো মৌখকিভাবে অবশ্বিাস করার মাধ্যমে ঘটে। আবার কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে মাধ্যমে অবশ্বিাস করার মাধ্যমে ঘটে। তা এভাবে যে, ভতেরে ভতেরে সত্যকে জানা ও চনোর পরওে সটোকে গোপন করা এবং সটোর প্রতি নতি স্বীকার না করা; যমেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে ব্যাপারে ইহুদদিরে কুফরি। আল্লাহ তায়ালা তাদরে ব্যাপারে বলনে:

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به

"যখন তাদরে এই পূর্ব জানা বষিয় তাদরে কাছে এল তখন তারা তা কুফরি (অস্বীকার) করল।"[সূরা বাকারা: ৮৯]

তনিি আরো বলনে:

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون

“আসলে তাদের একটি দল জ্ঞাতসারেই সত্যকে গোপন করছে।”[সূরা বাকারা: ১৪৬]

কারণ অবিশ্বাস করা কেবল এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঘটতে পারে যে সত্যকে জানার পর সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে কাফেরগণ কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করাকে প্রকৃত ও ভেতরগত অবিশ্বাস হিসেবে আল্লাহ নাকচ করে দিয়েছেন। বরং সেটি ছিল কেবল মৌখিক অবিশ্বাস। তাই তো আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

“তারা তো তোমাকে অবিশ্বাস করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকে (নিদর্শনাবলিকে) অস্বীকার করে।”[সূরা আনআম: ৩৩]

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً

“তারা অন্যায় ও অহঙ্কারবশতঃ সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ তাদের অন্তর সেগুলোতে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিল।”[সূরা নামল: ১৪]

এ কুফরের অধভিুক্ত হবে হারাম কিছুকে হালাল গণ্য করার কুফর। যে ব্যক্তি জানে যে, শরিয়তে এটি হারাম তদুপরি সে এটাকে হালাল গণ্য করে সে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সেক্ষেত্রে তাকে অবিশ্বাস করল। অনুরূপভাবে শরিয়তে যা হালাল যে ব্যক্তি এটাকে হারাম গণ্য করে তার ব্যাপারটিও একই।

২- বিমুখতা ও ধৃষ্টতার কুফর। যেমন: ইবলিসের কুফর। তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

“ইবলিস ছাড়া। সে আদেশ অমান্য করল ও ধৃষ্টতা দেখাল। এভাবে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।”[সূরা বাকারা: ৩৪]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعۡنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٞ مِّنۡهُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَۚ وَمَآ أُوْلَٰٓئِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ

“তারা বলে: আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য স্বীকার করেছি। তারপর তাদের মধ্যে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা মুমিন নয়।”[সূরা নূর: ৪৭]

এ আয়াতে যে ব্যক্তি আমল করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার ঈমানকে নাকচ করা হয়েছে, যদিও সে মৌখিকভাবে ঈমান এনেছে। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, বিমুখতার কুফর হলো সত্যকে বর্জন করা, সত্যকে না শোনা এবং সে অনুযায়ী আমল না করা। চাই সে সত্য কোন কথা হোক, কোন আমল কিংবা হোক বিশ্বাস হোক। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ

"আর যারা কুফরি করেছে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে সে ব্যাপারে তারা বিমুখ (ভ্রুক্ষেপহীন)।"[সূরা আহকাফ: ৩]

তাই যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা থেকে মৌখিকভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেমন বলল যে, আমি এর অনুসরণ করব না, কিংবা কাজ দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেমন তিনি যে সত্য নিয়ে এসেছেন সে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, সেটা শ্রবণ করা থেকে পলায়ন করা কিংবা কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখা যাতে শুনতে না পায় কিংবা শুনলেও অন্তর দিয়ে ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; সে বিমুখতার কুফর করার মাধ্যমে কাফের হয়ে গেল।

৩- মুনাফিকীর (কপটতার) কুফর। এটি হলো অন্তরের বিশ্বাস ও অন্তরের কর্ম বাস্তবায়ন না করার মাধ্যমে যে কুফর সংঘটিত হয়ে থাকে, যদিও বাহ্যতঃ লোক-দেখানো আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে সুলূলসহ অন্য সব মুনাফিকদের কুফর যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .. الخ الآيات

"কিছু মানুষ আছে যারা বলে: আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু আসলে তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহকে ও যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দেয়। আসলে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না; কিন্তু তারা (সেটা) অনুভব করে না।" ... শেষ পর্যন্ত।[সূরা বাকারা: ৮-২০]

৪- সংশয় ও সন্দেহের কুফর। সত্যকে অনুসরণ করার ব্যাপারে অথবা সত্য সত্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। কারণ বান্দার প্রতি নির্দেশ হচ্ছে: রাসূল যা নিয়ে এসেছেন সেটাকে 'সত্য' জেনে নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) করা; যাতে কোন সন্দেহ থাকবে না। তাই যে ব্যক্তি মনে করে যে, তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেটা সত্য নাও হতে পারে, সে কুফরী করল। তার কুফরীটা হলো সন্দেহ বা অনুমানের কুফরী। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً. لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً

“সে নিজের প্রতি যুলুমকারী অবস্থায় (অর্থাৎ আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে মনে অহংকার আর অবিশ্বাস নিয়ে) তার বাগানে প্রবেশ করেছিল। সে বলেছিল: আমি মনে করি না, এই বাগান কখনো ধ্বংস হবে। আমি মনে করি না, কেয়ামত কখনো সংঘটিত হবে। আর (আসলেই) যদি আমাকে আমার প্রভুর নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে (সেখানে) আমি অবশ্যই এর চেয়ে ভালো প্রত্যাবর্তনস্থল পাবো। তার সাথে আলাপকালে তার (মুমিন) সাথী বলেছিল: ‘তুমি কি তাঁকে অবিশ্বাস করো যিনি তোমাকে মাটি থেকে ও পরে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতি দিয়েছেন? কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তিনিই আল্লাহ, আমার প্রভু। আর আমি আমার প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করি না।”[সূরা কাহফ: ৩৫-৩৮]

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, কুফর (যা ঈমানের বিপরীত) কখনও অন্তরের অবিশ্বাসের মাধ্যমে হতে পারে। তখন সেটি অন্তরের কথা তথা বিশ্বাসের বিপরীত। আবার কখনও অন্তরের কর্মের মাধ্যমে হতে পারে; যেমন আল্লাহ তায়ালা অথবা তার আয়াতসমূহ কিংবা তাঁর রাসূলকে ঘৃণা করার মাধ্যমে। তখন সেটি ঈমানী ভালোবাসার সাথে সাংঘর্ষিক, যা অন্তরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল। আবার কুফর কখনও স্পষ্ট কথা হতে পারে, যেমন: আল্লাহকে গালমন্দ করা। আবার কখনো প্রকাশ্য আমল হতে পারে, যেমন: মূর্তিকে সিজদাহ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবাই করা। যেমনিভাবে ঈমান অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত হয় তেমনিভাবে কুফরও অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

আমরা আল্লাহর কাছে কুফর ও এর শাখা-প্রশাখা থেকে পানাহ চাই। আমরা প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের সাজে সজ্জিত করে তোলেন এবং আমাদেরকে সুপথপ্রাপ্ত ও সঠিক পথের প্রদর্শক বানিয়ে দেন। আমীন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তথ্যসূত্র:

- হাফেয হাকামীর রচিত ‘আ’লামুস সুন্নাহ আল-মানশূরাহ’ (পৃ. ১৭৭)।
- শাইখ আব্দুল আযীয আল-আব্দুল লত্বীফের রচিত ‘নাওয়াকেদুল ঈমান আল-কাওলিয়্যা ওয়াল-’আমালিয়্যা’ (পৃ. ৩৬-৪৬)।
- শাইখ আব্দুল্লাহ আল-ক্বারনীর ‘দ্বাওয়াবেতুত তাকফীর’ (পৃ. ১৮৩-১৯৬)।